ACTIVISM-এর সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান

২৭ শে মার্চ ২০২২

অধ্যাপক দীপঙ্কর সিংহ মহাশয়ের বক্তব্য

PRESIDENT,

Activism Scholars' Forum

ধন্যবাদ, তা সে মূল্যবান না মূল্যহীন বলতে পারব না। তবে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এই রকম একটা অসাধারণ প্রচেষ্টা ACTIVISM তার বহুমুখী প্রয়াসের মধ্যে রেখেছে শিশু-কিশোরদের কথা মাথায় রেখে। আসলে সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে আমার মনে হয় যে আমাদের শিশু সাহিত্য বা কিশোর সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। সারাদেশে, বাংলায় তো বটেই। কিশোর বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাবিজ্ঞান ছোটবেলা থেকে আমরা প্রফেসর শঙ্কুপড়ে বড় হয়েছি। ঘনাদার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু জেনেছি, টেনিদার মতন অসাধারণ একজন চরিত্রকে পেয়েছি, যাকে দেখতে এক সময় পটলডাঙ্গা গিয়েও হাজির হয়েছিলাম আমরা কয়েকজন বন্ধু। আর ওই রকমই খাড়া নাকের এক ভদ্রলোক রকে বসে ছিলেন, যাকে দেখে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টেনিদার চরিত্র তৈরি করেছিলেন। আর সন্দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল, যে সন্দেশে একটা বয়স পেরিয়ে গেলে সদস্য পদ কাটা যেত। খুব মন খারাপ হয়েছিল সেদিন। ছোট থেকে সন্দেশের সদস্য ছিলাম কিন্তু নিয়ম অনুসারে ওটা সম্ভবত সত্যজিৎ রায়ের বা লীলা মজুমদারের করা যে, কিশোর বয়স পেরিয়ে গেলে আর ঐ পত্রিকার সদস্য থাকা যাবে না।

সমাজে আমরা বাস করি কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে শিশু-কিশোর সাহিত্য বা বিজ্ঞানের মতো প্রচেষ্টা আমরা সমাজবিজ্ঞানীরা করে উঠতে পারিনি। সে দিক থেকে এই প্রয়াসটা সত্যিই অভিনব। আমার মনে পড়ছে, আমেরিকাতে, সম্ভবত ১৯৮৩ সালে, একটা প্রতিবেদন বেরোয়। National Council For Social Science Research এটা বার করে। সেখানে Respondentরা বলে সমাজবিজ্ঞান ভীষণ "একঘেয়ে" হয়ে যাচ্ছে। ফলে ওদেরও বোধহয় ওই সমস্যাটা ছিল, অন্তত ওই সময়টা তে।

আমার মনে হয়, একটা বড় ফাঁক পূরণ করতে চলেছে "এক্কাদোক্কা"। এ প্রসঙ্গে একটা ব্যাতিক্রমী প্রচেষ্টার কথা বলতে চাই। আপনারা দেখতে পারেন, National Library তে একটা কপি আছে। ১৯৪৫ সালে একটা বই বেরোয় নাম "ছোটদের রাজনীতি"। লিখেছিলেন অধ্যাপক নিহার কুমার মজুমদার। ১৯৪৫ সালে বইটা বেরোয় এবং বইটা উৎসর্গ করা ছিল এইভাবে, খোকা তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে রাজনীতি কী? সেই জন্য এই বইটা লিখলাম। সেই বইটা যদি আপনারা দেখেন, সেখানে গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ বা বিশ্বের রাজনীতি এরকম আটটা চ্যাপ্টার আছে এবং সেটা অসম্ভব সরল

ভাষায় সেটা ব্যাখ্যা করা আছে। আমি নিজে রাজনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক। পড়ে মনে হলো যেন ফিরে গেলাম আমার শৈশবে বা কৈশোরে। ভাবার চেষ্টা করছিলাম, এটা যদি তখন পড়তাম বুঝতে পারতাম কিনা। দেখলাম যে বুঝতে কোন অসুবিধা হত না। এরকম প্রচেষ্টা আমরা কজন করেছি?

দু, একটা বিষয়ে একটু সাবধানবানী দিতে পারি। শিশু-কিশোরদের জন্য জ্ঞানচর্চা যেন জ্ঞানদানে না পরিণত হয়। এই boundaryটা খুবই অস্পষ্ট। অনেক সময় খুব ভালো মনে জ্ঞানচর্চা করতে গিয়ে আমরা এমন ভাষা ব্যবহার করি যেটায় জ্ঞানদান হয়ে যায়। সেটা কিন্তু শিশু-কিশোররা সহ্য করবে বলে মনে হয় না। আর করাও উচিৎ না। জ্ঞান দেওয়ার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে, সেটা একটু দূরে রাখা ভালো। দুই, লেখা যেন reference কণ্টকিত না হয়। তিন, লেখায় যেন শুধু পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের কথা না আসে। আমাদের দেশেও বহু মানুষ আছেন, যারা নানাভাবে সমাজকে তত্ত্বায়ন করেছেন, তাদের কথাও যেন আসে। পাশ্চাত্যের কাছ থেকে চিন্তার রসদ নিতে হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু অতি পাশ্চাত্যমুখীনতা অনভিপ্রেত। আমাদের সমাজটাতো অনেকটা আলাদা। ফলে তাঁদের তত্ত্ব নিশ্চয়ই নেব, কিন্তু সেই তত্ত্ব আমাদের জমিতে কতটা কার্যকরী, সেটা দেখা দরকার।

শেষে বলব, ACTIVISM-এ এত কুশলী কম বয়সী ছেলেমেয়েরা আছে, যারা গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রী, তারা "এক্কাদোক্কা" কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে নানা ধরন শিক্ষা মূলক কার্টুন, মিম এগুলোকে ব্যবহার করে হয়তো শিশু-কিশোর দের কাছে আমরা বেশী পৌঁছাতে পারবো। সেটা যেন করা হয়। কারণ এখন educational কার্টুন কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Social Communication এর মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একটা কার্টুন দেখেছিলাম কিছুদিন আগে যেটা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। সেটা বলেই আমি শেষ করবো। বাবা-মা বাচ্ছাকে নিয়ে বাচ্ছাদের বই-এর দোকানে গেছেন। সেখানে দুটো শেলফে বই রাখা আছে। একটায় লেখা Science Fiction, আর একটায় Social Science। Social Science-এর ওই শেলফে দুটো তিনটে বই রাখা। আর Science Fiction এর শেলফে বই ভর্তি। মাথাতেও বই রাখা আছে। এই যে message টা আসলে এল এটা তো আমাদেরই সম্বন্ধে। সেটা এই আমরা সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারিনি। আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে শিশু-কিশোরদের আমরা সমাজবিজ্ঞানের ধারায় উদ্‌বুদ্ধ করতে পারিনি। 'এক্কাদোক্কা' এসে একটা দিকনির্দেশ করল এবং আমাদের যে একটা খামতি আছে সেটাও দেখিয়ে দিল। আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা আপনাদের লেখা দিন যাতে এই প্রচেষ্টা সমৃদ্ধ হয়। এগিয়ে যাক "এক্কাদোক্কা"।